প্রস্তাবনা

জন্মলগ্নে গণনাট্য সগর্বে ঘোষণা করেছিল, "People's Theatre Stars the People"¹ বিশ শতকের চারের দশকে ফ্যাসিবাদী শক্তির নৃশংস উন্মাদনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলায় 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' ও স্বাধীনতা যুদ্ধের জ্বলন্ত পরিবেশে গণনাট্য সংঘের জন্ম। এই অসহায়, বিব্বল সময়কালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা বাংলা তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতিচর্চায় বাঁকবদলের সূচনা করে। গণনাট্য সংঘ শুধু সেদিনের যন্ত্রণাকে তুলে ধরেনি, বরং মানুষকে প্রতিবাদী করে তুলে প্রকৃত অর্থেই জনতাকে 'তারকায়িত' করতে চেয়েছিল। প্রগতি লেখক সংঘ, কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রসংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখা ইয়ুথ কালচারাল ইন্সটিটিউট, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৩ সালের ২৫ মে মুম্বইতে (পূর্বনাম বোম্বাই) গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা শুধু বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নয়, রাজনৈতিক ইতিহাসেও এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সুধী প্রধানের মতে, "এই ইতিহাসের মশলা মিলবে ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের জন্ম-বৃদ্ধি ও প্রসারতার ইতিহাসের মধ্যে।"^২ গণনাট্য সংঘ বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শে মানুষের যন্ত্রণাকে তুলে ধরার পাশাপাশি নিপীড়িত মানুষকে সংঘবদ্ধ করে গণসংগ্রামের ডাক দেয়। গণনাট্যের আদর্শে ছোটো-বড়ো একাধিক নাট্যদলের উদ্ভব হয়। যার মাধ্যমে বৃহত্তর গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম হয়। সব মিলিয়ে গণনাট্য সংঘ বাংলায় এক নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশ নির্মাণে সমর্থ হয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নাটকের গণচেতনা, মার্কসীয় দর্শনের ধারণা, রম্যাঁ রলাঁর পিপলস থিয়েটার এবং চিনের রেড থিয়েটারের কার্যকলাপের

অনুপ্রেরণায় গণনাট্য সংঘের নাট্যপ্রচেষ্টা বাংলা থিয়েটারের রাজনৈতিক ভাষ্যকে নতুন গতিপথ দিয়েছিল।

মতাদর্শগত সাযুজ্য ও পার্টির সাংগঠনিক বুনিয়াদের উপর নির্ভরশীলতার কারণে সংঘের সার্বিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি ও তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছিল। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই গণনাট্য সংঘের সংগঠন ও নাট্যচর্চার পর্যালোচনায় সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও দেশীয়-আন্তর্জাতিক বামপন্থী রাজনীতির গতিপ্রকৃতি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তাছাড়া গণনাট্য সংঘ বলতে শুধুমাত্র নাট্যচর্চা নয়; ছায়ানৃত্য, ব্যালে, গণসংগীতের এক বিরাট সম্ভার তাদের কর্মপন্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আমার গবেষণাকর্মের পরিধি এত বিস্তৃত নয়, গণনাট্যের ইতিহাস রচনাও আমার গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। গণনাট্যের প্রান্তিক পর্যায় (১৯৪৩) থেকে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের পর গণনাট্য সংঘের নবনির্মাণের সমসাময়িক কাল (১৯৬৫) পর্যন্ত গণনাট্য সংঘের সংগঠন এবং নাট্যচর্চার ঐতিহ্যকে সুসংবদ্ধ ও বিচার-বিশ্লেষণ করা আমার গবেষণার মৃল কাজ।

এই সময়কালের মধ্যে রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলির অভিযাত নিয়ে গণনাট্য সংঘ অসংখ্য নাটক প্রযোজনা করেছিল। যেগুলির যথার্থ মূল্যায়ন আজও সম্পূর্ণরূপে হয়ে ওঠেনি। গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত নাটককার যথা তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত প্রমুখের নাটকগুলি নিয়ে গবেষণা অবশ্যই হয়েছে। সেই সূত্রে তাঁদের দ্বারা রচিত যে নাটকগুলি গণনাট্য সংঘ প্রযোজনা করেছিল, সেগুলির আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু গণনাট্য সংঘের নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে সংঘের সম্মেলনের নীতি বা সমসাময়িক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে সংঘের অবস্থানের সামগ্রিকতা বিচার প্রয়োজন। গণনাট্যের শিল্পী-সংগঠকদের আলোচনাতেও নাটক নিয়ে আলোচনা খুব বেশি চোখে পড়ে না। 'নবান্ন', 'জবানবন্দী', 'রাহুমুক্ত'-এর মতো গণনাট্যের জনপ্রিয় প্রযোজনাগুলি ছাড়াও অসংখ্য নাটক আমাদের আলোচনার বাইরে রয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত বা নির্বাচিত সংকলনে প্রকাশিত অসংখ্য নাটক গবেষণাচর্চার আড়ালে থেকে গেছে। গণনাট্য সংঘের

সাংগঠনিক অগ্রগতির পাশাপাশি এই নাটকগুলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলার প্রেক্ষাপটে গণনাট্যের নাট্যপ্রযোজনার সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসবে। সেটাই আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

গণনাট্য সংঘের ইতিহাসের মূল ধারণা পাওয়া যায় সংঘের সঙ্গে জড়িত নাট্যব্যক্তিত্বদের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকার, সম্মেলনের রিপোর্ট, দলিল ইত্যাদি থেকে। সংরক্ষিত, সংকলিত, অসংকলিত বিভিন্ন দলিল, সম্মেলনের রিপোর্ট থেকে গণনাট্যের গতিপথের সার্বিক ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়াও গণনাট্য পত্রিকা, গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় গণনাট্য সংঘ বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা ছড়িয়ে রয়েছে।

যেহেতু এই আলোচনাগুলি গণনাট্যের শিল্পী-সংগঠকদের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত, ফলে এর মধ্যে সংঘের সাফল্যের দিকটিকেই অধিক গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এ-কথা ঠিক যে গণনাট্য সংঘের নাট্যচর্চা বাংলা থিয়েটার তথা সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। কিন্তু বামপন্থী মতাদর্শের প্রচার-প্রসার ও আগু রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য প্রচারমুখীনতা গণনাট্যের নাটকগুলিকে প্রতাবিত করেছিল। একইভাবে সংগঠনের পরিচালন পদ্ধতি ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মতবিরোধ সংঘের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছিল। সাধারণত দেখা যায় গণনাট্যের ইতিহাস নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলি এই বিষয়গুলির আলোচনায় একপাক্ষিকভাবে মতপ্রকাশ করেছে। কিন্তু শিল্প-রাজনীতির সুষম সংমিশ্রণ নিয়ে গণনাট্যের মধ্যে মতপার্থক্য বারংবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এ-কথা স্পষ্ট যে গণনাট্য সংঘের নাট্যচর্চা ক্রমে সন্ধুচিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সীমার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েছে। যার বীজ রোপিত হয়েছিল বহু আগেই। আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে গণনাট্যের নাট্যচর্চার এই বিশেষ দিকটি তুলে ধরাও গবেষণাকর্মের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

একদিকে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত নাটকগুলির আলোচনা, অন্যদিকে সংগঠনের ইতিহাসচর্চার নিরিখে শিল্প-রাজনীতি দ্বন্দ্বের বিষয়ে আলোকপাত করা আমার গবেষণার লক্ষ্য। এই সার্বিক বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ রেখে গবেষণার

শিরোনাম নির্বাচন করা হয়েছে 'গণনাট্য সংঘ-প্রযোজিত নাটক (১৯৪৩-১৯৬৫) : আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও শিল্প-রাজনীতির দ্বন্দ্ব'।

পরিকল্পনামাফিক সুসম্পন্ন করার জন্য সম্পূর্ণ গবেষণাকর্মটিকে আমি ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রয়োজন অনুসারে অধ্যায়গুলিকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। সেই অধ্যায়গুলি ও তাতে আলোচিত বিষয়বস্তু হল নিম্নরূপ।

প্রথম অধ্যায়- গণনাট্য সংঘ : সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিত গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার আগেই বাংলা, ভারতবর্ষ ও বিশ্ব-ইতিহাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি বাংলার প্রেক্ষাপটে সংঘের প্রতিষ্ঠাকে অনিবার্য করে তুলেছিল। এই অধ্যায়ে গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। সেই সূত্র ধরে এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা, তাদের কর্মকাণ্ড ও বামপন্থী চিন্তাধারায় প্রভাবিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৩৬ সালে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ', ১৯৪০ সালে ইয়ুথ কালচারাল ইন্সটিটিউট, ১৯৪১ সালে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' ও 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর প্রতিষ্ঠা বাংলায় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৪৩ সালে এদেশের বুকে নেমে আসে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। কিন্তু বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যচর্চায় বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সংকট ও দেশীয় মৃত্যুযজ্ঞের সারমর্ম যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়নি। সেই সময়ে বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে গণনাট্য সংঘের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৪৩ সালের ২৫ মে মুম্বইতে প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ সর্বভারতীয় সম্মেলনে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা IPTA-এর প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পেশাদার থিয়েটারের ব্যবসায়িক গঠন, পরিচালন পদ্ধতি, একক অভিনয়ের প্রথা থেকে গণনাট্য সংঘ বাংলা থিয়েটারকে মুক্তি দিয়েছিল। 'ল্যাবরেটরি', 'হোমিওপ্যাথী', 'আগুন', 'জবানবন্দী' নাটকগুলির মাধ্যমে গণনাট্য সেদিনের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরতে সক্ষম হয়। অবশেষে 'নবান্ন' নাটক প্রযোজনার মাধ্যমে গণনাট্য বাংলা থিয়েটারে দিকবদলের সূচনা করে।

کلا

দ্বিতীয় অধ্যায়- গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক ইতিহাস : সূচনা, অগ্রগতি ও বিবর্তন (১৯৪৩-১৯৬৫ খ্রিঃ)

এই অধ্যায়ে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক গতিপথ বিবৃত হয়েছে। ১৯৪৩ সালে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৬৫ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সহযোগিতায় গণনাট্য সংঘের পুনর্গঠনের কাল পর্যন্ত আমার আলোচনার সময়সীমা। এই অধ্যায়ে গণনাট্য সংঘের উপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কর্মপদ্ধতি প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়েছে।

বাংলায় 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' প্রভৃতি নাট্যপ্রযোজনাসহ ছায়ানৃত্য, ব্যালে, গণসংগীতের মাধ্যমে গণনাট্য নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৯৪৬ সালে বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্রদের সঙ্গে সুধী প্রধান ও অন্যান্য পার্টি-সংগঠকদের মতবিরোধের ফলে সংঘে ভাঙনের প্রেক্ষাপট উপস্থিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে বি টি রণদিভের 'মিথ্যা স্বাধীনতা'র প্রভাবে গণনাট্যেও শিল্পচর্চার থেকে 'জঙ্গী মজুর ও কৃষক'দের হয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।[°] এই সময়ে গণনাট্য সংঘের নাট্য-আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। পাঁচের দশকের শুরুতে আত্মসমালোচনা ও সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাসের গণনাট্য সাংগঠনিকভাবে পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সময়ে একাধিক সর্বভারতীয় সম্মেলন ও রাজ্য সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে গেলে গণনাট্য সংঘেও ভাঙন ধরে। ১৯৬৫ সাল থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সংঘের পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। এই অধ্যায়ে গণনাট্যের প্রতিটি রাজ্য ও জাতীয় সম্মেলনের বিবরণ, সভাপতি-সম্পাদক নির্বাচন, অনুষ্ঠিত প্রযোজনা, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যথোপযুক্ত তথ্যসূত্রসহ কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সমসাময়িক ঘটনাবলির সঙ্গে গণনাট্যের গতিপথের যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিবছর অভিনীত নাটক, প্রযোজক শাখা, অভিনেতা-অভিনেত্রী-পরিচালকের নাম সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়- গণনাট্য সংঘের নাটকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট (১৯৪৩-৬৫) ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত আছে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রভাব। এই সময়কালে বাংলার মানুষ দুর্ভিক্ষ, খাদ্যসংকট, তেভাগা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, দাঙ্গা, উদ্বাস্ত পরিস্থিতি, সীমান্ত সমস্যা ইত্যাদির সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও বিভিন্ন সমস্যা ছিল। এই সমস্যাগুলি নিয়ে গণনাট্য সংঘ নাটক প্রযোজনা করে জনগণের দাবিদাওয়া তুলে ধরতে চেয়েছিল। এই অধ্যায়ে সমস্যাময়িক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গণনাট্য সংঘের নাটকগুলিতে কীভাবে প্রতিভাত হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যপূরণে আমি এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'দুর্ভিক্ষ, খাদ্যসংকট, খাদ্য আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক'। এই পরিচ্ছেদে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'-এর কারণ ও তার ধ্বংসলীলা আলোচনা করে গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত নাটকগুলি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরে বাংলায় খাদ্য সমস্যা এবং ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন নিয়েও গণনাট্য সংঘ একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করে। এই নাটকগুলি এক নতুন রাজনৈতিক ভাষ্যে বাঙালির যন্ত্রণা ও লড়াইয়ের কথা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু পরিস্থিতি এবং গণনাট্য সংঘের নাটক'। সাম্প্রদায়িকতা বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে এক জ্বলন্ত সমস্যা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও দেশভাগের ফলে কোটি কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছিলেন। এই পরিচ্ছেদে গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত যে নাটকগুলিতে সাম্প্রদায়িকতা, উদ্বাস্তু পরিস্থিতির চিত্র উঠে এসেছিল, সেগুলির আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'রাষ্ট্র, রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক'। এই পরিচ্ছেদে গণনাট্য প্রযোজিত নাটকগুলিতে ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতা, রাষ্ট্রব্যবস্থার দুর্বলতা, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন এবং বামপন্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারের কাহিনি উঠে এসেছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'গণনাট্য সংঘের নাটকে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ। গণনাট্যের নাটকে শুধু দেশীয় প্রেক্ষাপট নয়, একাধিক আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গও

উঠে এসেছিল। পঞ্চম পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'গণনাট্য সংঘের নাটকে অন্যান্য প্রসঙ্গ'। অধ্যায়ের শেষে প্রতিটি পরিচ্ছেদে আলোচিত ও উল্লেখিত নাটক, নাটককার ও অভিনয় বর্ষের তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়- শ্রেণিচেতনা, শ্রেণিসংগ্রাম এবং গণনাট্য সংঘের নাটক (১৯৪৩-৬৫)

গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত নাটকগুলিতে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তকে শ্রেণিচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তাকে শ্রেণিসংগ্রামে অবতীর্ণ করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই অধ্যায়ের শুরুতে কার্ল মার্কস ও লেনিনের ধারণায় শ্রেণির সংজ্ঞা ও তার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হয়েছে। কীভাবে প্রলেতারিয়েত শ্রেণিবিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণিকে অপসারণ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে তার সংক্ষিপ্ত তাত্ত্বিক ধারণা আলোচিত হয়েছে। গবেষণাকর্মের সুবিধার্থে আলোচ্য অধ্যায়টিকে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক শ্রেণির নিরিখে চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'কৃষি-অর্থনীতি, কৃষক শ্রেণি, কৃষক আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক'। জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস সুপ্রাচীন। বামপন্থী রাজনীতির আগমন তাকে শ্রেণিসংগ্রামের প্রশ্নে মুখরিত করে তোলে। গণনাট্য সংঘের একাধিক নাটকে তেভাগা আন্দোলনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। স্বাধীনতার পর ভূমি-সংস্কার নীতির ব্যর্থতা ও শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার বুঝে নেওয়ার ঘটনা নিয়ে গণনাট্য সংঘ একাধিক নাটক প্রযোজনা করে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'শ্রমিক শ্রেণি, শ্রমিক আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক'। গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত বিভিন্ন নাটকে শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা উঠে এসেছে। যেগুলিতে ধর্মঘট, লক-আউট, শ্রমিকদের দুরবস্থা, মালিকদের অন্যায় আচরণের শেষে এসে শ্রমিকদের শ্রেণিসংগ্রাম জয়যুক্ত হয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি, মধ্যবিত্ত জীবনযন্ত্রণা এবং গণনাট্য সংঘের নাটক'। এই পরিচ্ছেদে বাংলার প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ও তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। গণনাট্য সংঘের নাটকগুলিতে মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণিকে বুর্জোয়া সংকীর্ণ মূল্যবোধ থেকে

বের করে নিয়ে এসে শ্রেণিসংগ্রামে উজ্জীবিত করে তোলার প্রচেষ্টা দেখা যায়। চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'প্রান্তিক জনজীবন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক'। এই পরিচ্ছেদে তিনটি নাটকের ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও সেখানকার জনজীবন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষে প্রতিটি পরিচ্ছেদে আলোচিত ও উল্লেখিত নাটক, নাটককার ও অভিনয় বর্ষের তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়- গণনাট্য সংঘের তাত্ত্বিক চেতনা (১৯৪৩-৬৫)

গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে গণনাট্য সংঘের নাটক ও নাট্যপ্রযোজনার তাত্ত্বিক চেতনার বিকাশ ও অগ্রগতি আলোচনা করা হয়েছে। গণনাট্যের শিল্পী-সংগঠকদের যুক্তি অনুযায়ী 'গণ' বলতে বোঝানো হয়েছে 'প্রলেতারিয়েত' বা সর্বহারাদের। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যারা এতদিন অত্যাচারিত ছিল, তারাই আজ সমাজতন্ত্রের ডাকে একত্রিত হয়েছে।⁸ এই অধ্যায়ে যুক্তি-পরম্পরার সঙ্গে গণনাট্য সংঘ ও বৃহত্তর গণনাট্য আন্দোলনের সুক্ষ পার্থক্য প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। গণনাট্য সংঘ মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের রাজনৈতিক আদর্শের পাশাপাশি তাঁদের নন্দনতত্ত্বকেও সংঘ গ্রহণ করেছিল। অর্থনীতির 'বেস'-এর উপর দাঁড়িয়ে শিল্প-সংস্কৃতি সংক্রান্ত এঁদের মতামতকে একত্রিত করে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ধারণা তৈরি হয়েছিল। এছাড়াও বিদেশের বিভিন্ন বিপ্লবী নাট্য-আন্দোলন ও নাট্যতত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব গণনাট্য সংঘের চেতনায় উজ্জ্বল ছিল। ম্যাক্সিম গোর্কির আদর্শে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম তত্ত্বকে ব্যবহার করে গণনাট্য এদেশের শ্রমিক-কৃষকদের জাগরিত করতে চেয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজের সংগ্রামের সঙ্গে দ্বান্দ্বিকতায় সৃষ্ট এক সত্তা। গণনাট্যের ধারণা বা নামকরণের ক্ষেত্রে রম্যাঁ রলাঁর পিপলস থিয়েটারের গুরুত্ব অপরিসীম। থিয়েটারকে কীভাবে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে 'গণ'-কে উজ্জীবিত করা যায় তা রম্যাঁ রলাঁ তাঁর 'পিপলস থিয়েটার' গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন। গণনাট্য সংঘ বাংলার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে 'পিপলস থিয়েটার'-এর বক্তব্যকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। চিনের বিপ্লবের কালে রেড থিয়েটার ও মাও-জে-দং-এর ইয়েনান ফোরামের বক্তৃতা থেকে প্রাপ্ত বিষয় ও আঙ্গিক-ভাবনাকে ব্যবহার করে সংঘ অগ্রগতি লাভ করে।

ንኦ

এর সঙ্গে আলোচ্য সময়কালে গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন সম্মেলনের নীতি ও সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছে। বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানে সেগুলি প্রয়োগের পদ্ধতি ও সমস্যা আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়- গণনাট্য সংঘের সংগঠন ও নাট্যচর্চা : শিল্প-রাজনীতির দ্বন্দ্ব

গণনাট্য সংঘের অগ্রগতি ও নাট্যচর্চা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে একাধিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পচিন্তা নিয়ে মতানৈক্যের ফলে অনেকে সংঘত্যাগ করেছে বা রাজনৈতিক বক্তব্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করতে গিয়ে নাটকের সামগ্রিক বক্তব্য ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। গণনাট্যপন্থী বা গণনাট্য-বিরুদ্ধপক্ষের বাকবিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্কের মধ্যে যেমন নিজস্ব আদর্শগত সত্যতা রয়েছে, তেমনই উদ্দেশ্যপ্রবণতাও মিশে রয়েছে। গণনাট্যের শিল্পী-সংগঠকদের স্মৃতিকথা বা পরবর্তীকালে রচিত সংঘের ইতিহাসগ্রন্থগুলিও অনেকাংশে একপাক্ষিক। যেখানে সংঘের সাফল্যের দিকটি অত্যন্ত মহান করে দেখানো হয়েছে, তুলনায় দুর্বলতার দিকটিতে আলোকপাত করা হয়নি। কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে গণনাট্যের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছু গভীর দুর্বলতা ছিল, যার ফলে গণনাট্য সংঘের নাট্যচর্চার ধারা একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। গণনাট্য সংঘ সরাসরি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীন না হলেও পার্টির নীতি ও নেতৃবৃন্দের নির্দেশ গণনাট্যকে প্রভাবিত করেছিল। গণনাট্যের সংগঠন, নাট্যপ্রযোজনার রীতি, নাটক নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির হস্তক্ষেপ লক্ষ করা যায়। পার্টির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে পার্টির বিপদকালে গণনাট্যের কাজকর্মও ব্যাহত হয়েছে এবং সংঘের মধ্যে ভাঙন এসেছে। একইভাবে নাটকের বক্তব্যে পার্টিনীতির রেশ নাটকের সার্বিক গুণমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদানের ফলে মানবচরিত্রের অন্তর্বয়ানকে ধরার চেষ্টা অপূর্ণ রয়ে গেছে। অধিকাংশ নাটকের কাহিনি ও চরিত্রনির্মাণে 'ফর্মুলা'র ব্যবহার, তত্ত্বের জয়জয়কার, উচ্চকিত স্লোগান ও শেষে চেনা-সংগ্রাম ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি ক্রমে গণনাট্যের নাট্যভাবনাকে বৃহত্তর 'গণ'-এর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

আবার রাষ্ট্রব্যবস্থাও বারবার গণনাট্যের নাট্যচর্চাকে নীরব করে দিতে চেয়েছে। 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন' ও পুলিশি ক্ষমতা ব্যবহার করে রাষ্ট্র বারবার গণনাট্যের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে। এমনকি গণনাট্যের শিল্পীদের উপর সরাসরি আক্রমণ করতেও পিছ-পা হয়নি। গণনাট্যের শিল্পী-সংগঠকরা রাজনৈতিকভাবে একই আদর্শে বিশ্বাসী হলেও শিল্পচেতনায় মতপার্থক্য ছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিল্পসুষমার সার্থক মিশ্রণ, সংগঠনের পরিচালন পদ্ধতি, নাট্য-আন্দোলনের রূপভেদ নিয়ে শিল্পী-সংগঠকদের মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে মতানৈক্য তৈরি হয়েছিল। 'গোষ্ঠী'র রাজনৈতিক আদর্শের কাঠামো ও ব্যক্তির শিল্পীসত্তার দ্বন্দের কোনো সমাধানসূত্র আবিষ্কার করা যায়নি। শস্থু মিত্রের দলত্যাগ ও পরে নিজস্ব নাট্যধরণে সৃষ্ট 'নবনাট্য আন্দোলন'-এর ধারার সঙ্গে গণনাট্য আন্দোলনের রিতর্ক দীর্ঘদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। গণনাট্য ও তার পরিমণ্ডলের 'শিল্প-রাজনীতির দ্বন্দ্ব' এই অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু।

গবেষণার **'উপসংহার'**-এ পূর্বে আলোচিত ছ'টি অধ্যায়ের বক্তব্য থেকে প্রাপ্ত গণনাট্যের সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ান সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত করা হয়েছে। গণনাট্য সংঘের চেতনায় একদিকে আমাদের বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি চেতনার বেড়াজাল ছিঁড়ে এক নতুন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায়। যেখানে দেশীয় লোকশিল্পের সঙ্গে বিশ্বমানবতার রাজনৈতিক আদর্শের মিলন পরিকল্পনা করা হয়। আবার রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি অতিনির্ভরতার ফলে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সন্ধীর্ণতার জন্ম হয়। লোকশিল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দেয়, 'গণ'-এর ধারণাও ক্রমে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে গণনাট্য সংঘ বাংলা থিয়েটার এবং বাঙালির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বকীয়তার ছাপ রাখতে পেরেছে।

এই গবেষণায় নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে গণনাট্য সংঘের সংগঠন ও নাট্যচর্চার বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করা হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত নাটকগুলি যে গ্রন্থ ও নাট্যপত্রিকা থেকে পাওয়া গেছে, তার তালিকা গবেষণাকর্মের শেষে 'গ্রন্থপঞ্জি'তে যথাক্রমে আকর নাট্যগ্রন্থ ও আকর নাট্যপত্রিকা শিরোনামে প্রদান করেছি। তার সঙ্গে গবেষণায় ব্যবহৃত বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, দৈনিক পত্রিকা, বিভিন্ন দলিল, রিপোর্ট, নাটকের অভিনয়পত্রী ও অনুসন্ধেয় ওয়েবসাইটের তালিকা প্রদান করা

হয়েছে। গবেষণাকর্মটির অগ্রগতির ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে গণনাট্য সংঘ অভিনীত অনেক নাটকই আজ দুর্লভ। সংরক্ষণের অভাবে অনেক নাটক হারিয়ে গেছে। তবে তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ গণনাট্য সংঘের গ্রন্থাগার, নাট্যশোধ সংস্থান, ভবানী সেন গ্রন্থাগার, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে অনেক দুর্লভ নাটক ও তথ্য পাওয়া গেছে। আন্তর্জালিক মাধ্যমে 'archive.org' থেকে কিছু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করেছি। Marxists Internet Archive-এর ওয়েবসাইট 'marxists.org'-তে সংরক্ষিত মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের গ্রন্থাবলি-দলিল-চিঠিপত্র পাঠ করে তাঁদের রাজনৈতিক-নান্দনিক তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যানমূলক ও বর্ণনামূলক গবেষণারীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বাংলা বানানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'আকাদেমি বানান অভিধান'-এর রীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

- ২। সুধী প্রধান; গণনাট্য আন্দোলনের কয়েকটি অতীত প্রসঙ্গ, গণনাট্য ৩ বর্ষ, জুলাই ও অক্টোবর ৬৭, শারদীয়া ১৩৭৪, পৃ- ১৭
- ৩। ভানুদেব দত্ত; অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত, মনীষা, ২০১৫, পৃ-১১৪
- ৪। হীরেন ভট্টাচার্য; সংস্কৃতি ভোগবাদ ও মূল্যবোধ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০, পৃ- ৩৪